‘‘সুর তৈরী করার উপায়’’ - দ্বিতীয় অংশ

তৃণেশ দেওয়ানজী (নীলকণ্ঠ)

এই পর্যায়ে আমি একটি সারি গান নিয়ে আলোচনা করবো যে গান থেকে রবীন্দ্রনাথ একটি অনবদ্য স্বদেশ পর্যায়ের গান রচনা করেছিলেন। আমি প্রথমে গান দুটিকে পাশাপাশি লিখছি তারপর আলোচনায় প্রবেশ করবো।

	।। সারিগান।।		।। রবীন্দ্রসঙ্গীত ।।
স্থা	মন মাঝি সামাল সামাল ডুবল তরী	স্থা	এবার তোর মরা গাঙে
য়ী	ভব নদীর তুঝগন ভারী।।	য়ী	বান এসেছে
	তোর হ্যলে প্যলে না জল		জয় মা বলে ভাসা তরী।।
	কি করবি বল ক্যমনে		
	জমাবি পাড়ি।।		
অ	তোর হ্যলে ছয়খান দাঁড়ি	অ	ওরে রে ওরে মাঝি কোথায় মাঝি
ন্ত	যাচ্ছে ছিঁড়ি ঐ দ্যাখ পটাশ পটাশ করি	ন্ত	প্রাণপণে ভাই ডাক দে আজি
রা	ডুবল তোর ভগ্নতরী হায় কি করি	রা	তোরা সবাই মিলে বৈঠা নেরে
	কেমনে জমাবি পাড়ি।।		খুলে ফ্যাল সব দড়াদড়ি।।
অ	মাঝি তরঙ্গ হেরি সইতে নারি	স	দিনে দিনে বাড়লো দেনা
ন্ত	তাই তোরে জিজ্ঞাসা করি	ঞ্চা	ওভাই করলি নে কেউ
রা	বল দেখি কোন মিস্ত্রি শিখায় তোরে	রী	বেচা কেনা
	আজগুবি এই মাঝিগিরি।।		হাতে নাইরে কানাকড়ি।।
		আ	ঘাটে বাঁধা দিন গেল রে
		ভো	মুখ দেখাবি কেমন করে
		গ	ওরে দে খুলে দে পাল তুলে দে
			যা হয় হবে বাঁচি মরি।।

কি কি বাদ গেল ও কি কি যুক্ত হল, এবার সেইগুলোকে চিহ্নিত করা যাক। প্রথমেই বাদ গেল স্থায়ীর শেষের তিনটি লাইন। ‘‘তোর হ্যলে প্যলে’’ থেকে ‘‘জমাবিপাড়ি’’ অবধি। আর যুক্ত হল, রবীন্দ্রসঙ্গীতে সঞ্চারী অংশটুকু। ‘‘‘‘দিনে দিনে বাড়লো’’ -- থেকে ---- ‘‘ন াইরে কড়াকড়ি’’ অবধি। এবার পরিবর্তন হল কোন কোন স্থানের বা কোন লাইনে সুরের তা দেখা যাক এবং এটিই হল এই আলোচন ার সব থেকে গুত্বপূর্ণ অংশ।

যেহেতু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সঞ্চারী অংশটুকু সংযোগ করেছেন সেহেতু উনি স্থায়ী এবং অন্তরাকে অতবড় রাখা প্রয়োজন মনে করেননি। উনি স্থায়ীর কিছুটা অংশ বাদ দিয়েছেন এবং খুব সুন্দর ভাবে অন্তরার তিন নম্বর লাইনটির সুরের পরিবর্তন করেছেন। সারি গানের যে যে অন্তরার স্থানে সুরের পরিবর্তন উনি করেছেন তা স্বরলিপির মাধ্যমে দেখানো হল, এতে বোঝার সুবিধা হবে।

সারিগান (প্রথম অন্তরা)

– – ধা –	ধা – ধা সা	র্সা – র্সা –	র্সা – র্সা না	ধা – না –	ধা – পা –
০ ০ ডু ব	লো ০ তো র	ভ গ ন ০	ত ০ রী ০	হা য় কি ০	ক ০ রি ০

পরিবর্তিত সুর

– – – পপা	পা ধা ধর্সা না	ধা পা ধা পা
০ ০ ০ তোরা	সা বাই মি লে	বৈ ঠা নে রে

সারিগান (দ্বিতীয় অন্তরা)

– – ধা –	ধা – ধা র্সা	র্সা – র্সা –	র্সা – র্সা না	ধা – না র্সনা	ধা – পা –
০ ০ ব ল	দে ০ খি ০	কো ন মি ০	স্ত্রি ০ রি ০	শি ০ খা ০য়	তো ০ রে ০

পরিবর্তিত সুর

– – – পপা	পা ধা র্সা না	ধা পা ধা পা
০ ০ ০ ওরে	দে খু লে দে	পাল তু লে দে

স্বরলিপিতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে চার চার ছন্দের ছয়টি ভাগকে উনি চার চার ছন্দের তিনটি ভাগে নিয়ে এসেছেন, অর্থাৎ "ডুবলো তোর ভগ্নতরী হায় কি করি" সারি গানের এই অংশটুকুকে ছয়টি ভাগের পরিবর্তে উনি লিখলেন "তোরা সবাই মিলে বৈঠা নেরে" তিনটি ভাগে। সারিগানে যে চারটি স্বরছিল 'পা ধা নি র্সা'। পরিবর্তিত সুরেও সেই 'পা ধা নি র্সা' --- স্বরগুলিই আছে। রবীন্দ্রনাথ এই 'পা ধা নি র্সা' স্বরগুলির পরিবর্তনটাই এত সুন্দর ভাবে করেছেন যে গানের আবেগটাই পালটে গেছে এবং সেই সঙ্গে সঞ্চারীর সুন্দর ভাবটি গানটি কে পুরোপুরি রবীন্দ্রসঙ্গীত হতে সাহায্য করেছে। এখন প্রশ্ন হল, এখানে থেকে আমরা সুর তৈরী করার ব্যাপারটা কতটা শিখলাম। একটা ব্যাপার কিন্তু এখানে পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে যে উনি প্রথমেই সুরের একটা স্কেচ পুরোপুরি করে নিয়েছিলেন, তা না হলে সারিগানের কিছু কিছু অংশ বাদ দিয়ে সুরের মিটার বজায় রাখা সম্ভব হত না। ফলে এখান থেকে আমরা আর একটা জিনিস শিখতে পারছি, আর সেটা হল কি করে সুরের মিটার অনুযায়ী গান লিখতে হয়। আসলে গান লেখার অভ্যাস এই ভাবেই করা উচিত। রবীন্দ্রনাথ শুধু সারিগানই নয়, বিভিন্ন রাগসঙ্গীত ও পশ্চিমি সঙ্গীতকে স্বর ও ছন্দ পরিবর্তন করে আমাদের দেশীয় সঙ্গীতের রূপ দিয়েছিলেন। উদাহরণ হিসাবে মিয়ামল্লারে রচিত "বোলেরে পাপইয়ারা" এবং বাহারে রচিত "আজু রহত সুগন্ধ" এই দুটি গানের কথা বলা যেতে পারে। ভেতরে ঢুকে যদি পরিবর্তনটা লক্ষ্য করা যায় তবে দেখা যাবে কি সূ„ চিন্তাধারা ও গভীর অনুভূতির প্রভাব সেখানে বিস্তার লাভ করেছে। এছাড়া যে সকল পশ্চিমিসঙ্গীতকে উনি দেশীয় রূপ দিয়েছিলেন, আমার বিচারে দুটি গান সেখানে সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রথমটা হল, "শুড ওল্ড এ্যাকোয়েনটেন্স বি ফরগট" স্কটল্যাণ্ডের জাতীয় সঙ্গীত যেখান থেকে তিনি করেছিলেন "পুরানো সেই দিনের কথা", আর দ্বিতীয় গানটি হল, ন্যানসিলির "অব অল দ্য ওয়াইভস্ অ্যাজ আর ইউনো ইয়োহো" এখান থেকে তিনি রচনা করেছিলেন একটি শ্যামাসঙ্গীত "কালি কালি বলরে আজ"। কোথায় পশ্চিমি সঙ্গীত আর কোথায় শ্যামা সঙ্গীত, ভাবা যায়? আজকের সুরকার গীতিকার, গায়ক ও লেখকদের কাছে অনুরোধ আপনারা তার ভুল শোধরাবার চেষ্টা না করে তার উপলব্ধিকে অনুধাবন করে ও তাকে কাজে লাগিয়ে এমন কিছু সৃষ্টি কন যাতে আগামী প্রজন্ম আপনাদের তার সাথে এক আসনে বসায়। এরকম একটা দিন যে আসবে তা তিনি জানতেন, তিনি ছিলেন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা, তাই তিনি লিখে গেছেন, "এখন আর দেরি নয় নয় ধরগো তোরা হাতে হাতে ধর গো, আজ আপন পথে ফিরতে হবে সামনে মিলন স্বর্গ"।

শুধু সারিগানটির পরিবর্তন করার মধ্যে দিয়ে আমি বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে সুরের পরিবর্তনটা কি ভাবে করা যেতে পারে। অন্য গানগুলি আমি নতুন সুরকারদের ক্লাস করানোর সময় বিশ্লেষণ করে থাকি। এখানে সূত্রটা দিলাম, আশা করি অন্য গান গুলির বিশ্লেষণে অসুবিধা হবে না।

যে গানটির ওপর আমি বিশ্লেষণ করে দেখাবো সেটি হল একটি প্রাচীন লোকগীতি। Nancy Lee(1876), খ্যাত নামা ইংরেজ গীতিকার Frederic E. Weatherly গানটি রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত বাল্মীকি প্রতিভায় একটি শ্যামা সঙ্গীত উপরুত্ত গানের ভাবধারায় তৈরী এবং আমিও উপরুত্ত গানের ভাবধারায় একটি দেশাত্মবোধক সঙ্গীত তৈরী করেছি। আমি শুধু স্থায়ীটুকু তিনটি গানের পরপর স্বরলিপিদেখাবো।

ক্ক্স্তুস্তু ন্দ্দ্বন্দ্ব অভ অলদ্য ওয়াইভস্ অ্যাজ আর ইউনো ইয়োহো
ল্যাডস্ হো ইয়ো হো ইয়ো হো ইয়োহো

দেয়ার্স নানা, লাইক, ন্যানসিলী আই ট্রো ইয়োহো
ল্যাডস্ হো ইয়ো হো ইয়ো হো
সী দেয়ারশিস্ স্ট্যান্ড্স অ্যান ওয়েভ্স্ হার
হ্যান্ড্স্ আপ অন দ্য কী
অ্যান এভরিডে হোয়েন আইম অ্যাওয়ে শীল
ওয়াচ ফর মি
অ্যান হুইসপার লো হোয়েন টেমপেস্ট
ব্লো ফর জ্যাক অ্যাটসী
ইয়ে হো ল্যাডস্ হো ইয়ো হো

স্বরলিপি - 6/8 time

পা	পা -। -। -। -। ধা	পা পা গা সা -। ধা
অভ্	অ ০ ০ ০ ল্ দ্য	ওয়া ইভস্ অ্যাজ অ্যা র ইউ

পা -। -। -। সা গা	পা -। -। ধা -। -।
নো ০ ০ ০ ই য়ো	হো ০ ০ ইয়ো ০ ০

পা -। -। -। সা রা	গা -। -। -। -। পা
হো ০ ০ ০ ইয়ো ০	হো ০ ০ ০ ০ দেয়ার্স

পা -। -। -। -। ধা	পা -। গা সা -। ধা
না ০ ০ ০ ন্ লাইক	ন্যা ন্ সি লী ০ আই

পা -। -। -। সা গা	পা -। -। র্সা -। -।
ট্রো ০ ০ ০ ই য়ো	হো ০ ০ ইয়ো ০ ০

না -। -। -। গা ম্মা	পা -। -। -। ম্মা পা
হো ০ ০ ০ ল্যা ন্ড্স	হো ০ ০ ০ ইয়ো ০

গা -। -। -। -। -।	-। -। -। -। -। গা
হো ০ ০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০ ০ সী

মা -। মা পা -। পা	ধা -। ধা না -। না
দেয়া র্ শি স্টা ন্ড্স্ অ্যান	ওয়ে ভ্স হার হ্যা ন্ড্স্ আপ্

পা -। -। -। -। গা	পা -। -। -। -। গা
অ ০ ০ ০ ন্ দ্য	কী ০ ০ ০ ০ অ্যান্

পা -। পা ম্মা -। ম্মা	মা -। মা রা -। রা
এ ভ্ রি ডে ০ হোয়েন	আই ম অ্যা ওয়ে ০ শিল

ধা -। -। -। পা ক্ষা	পা -। -। -। -। পা
ওয়া ০ ০ চ ফ র্	মি ০ ০ ০ ০ অ্যান

গা -। পা ধা -। ধা	না -। না র্সা -। ধা
হুই স্ পার লো ০ হোয়েন	টে ম্ পেস্ট্স্ ব্লো ০ ফর

পা -। -। -। -। গা	পা -। -। ধা -। -।
জ্যা ০ ০ ০ ক্ অ্যাট	সী ০ ০ ইয়ো ০ ০

না -। -। -। পা গা	রা -। -। -। সা ধ্া
হো ০ ০ ০ ল্যা ডস্	হো ০ ০ ০ ইয়ো ০

পা -। -। -। -। -।
হো ০ ০ ০ ০ ০

রবীন্দ্রসঙ্গীত / দাদরা " বাল্মীকি প্রতিভা
কালী কালী বলো রে আজ ---
বলো হো হো হো, বলো হো হো হো, বলো হো।
নামের জোরে সাধিব কাজ ----
বলো হো হো হো, বলো হো, বলো হো!

স্বরলিপি - 3/4 time

পা	পা -। -।	-। -। ধা	পা -। সা	গা -। রা	
ক া	লী ০ ০	০ ০ কা	লী ০ ব	লো ০ রে	

সা -। -।	-। গা মা	পা -। -।	ধা -। -।	
আ ০ ০	জ্ ব লো	হো ০ ০	হো ০ ০	

পা -। -।	-। রা গা	মা -। -।	ধা -। -।	
হো ০ ০	০ ব লো	হো ০ ০	হো ০ ০	

পা -। -।	-। সা রা	গা -। -।	-। -। পা	
হো ০ ০	০ ব লো	হো ০ ০	০ ০ না	

পা -। -।	-। -। ধা	পা -। সা	গা -। রা	
মে ০ ০	০ র জো	রে ০ সা	ধি ০ ব	

সা -। -।	-। গা মা	পা -। -।	র্সা -। -।	

কা	০	০	জ	ব	লো	হো	০	০	হো	০	০

না	-।	-।	-।	পা	ক্ষা	পা	-।	-।	-।	ক্ষা	পা
হো	০	০	০	ব	লো	হো	০	০	০	ব	লো

গা	-।	-।
হো	০	০

দেশাত্মবোধক / দাদরা
আয় রে সবাই এ পথে আয় চলরে সবাই দিশা যেথায়
আনন্দরি মাঝে নেই বাঁধা কোনো কাজে
বল্গা হারা দক্ষিণা সেথায়
সেথা পাখি গান গায় সেথা ভেদা ভেদ নাই
সেথা সঞ্জীবনী স্বপ্ন নিয়ে সব ঘুমায়।
--- তৃণেশ দেওয়ানজী ---

স্বরলিপি 6/8- time

পা	–	–	পা	–	ধা	পা	–	সা	সা	–	রা
আ	০	য়	রে	০	স	বা	ই	এ	প	০	থে

গা	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
আ	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	য়

পা	–	–	পা	–	ধা	পা	–	সা	গা	–	গা
চ	০	ল	রে	০	স	বা	ই	দি	শা	০	যে

রে	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
থা	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	য়

মা	–	–	মা	–	পা	মা	–	রা	না	–	–
আ	০	০	ন	ন	দ	রি	০	মা	ঝে	০	০

মা	–	মা	মা	–	পা	মা	–	রা	না	–	–
নে	ই	বাঁ	ধা	০	কো	নো	০	কা	জে	০	০

পা	–	পা	পা	–	ধা	পা	–	মা	গা	–	রা
ব	ল	গা	হা	০	রা	দ	০	ক্ষি	ণা	০	সে

সা	–	–	–	–	–	–	–	–	সা	–	রা
থা	০	০	০	০	০	০	০	০	সে	০	থা

গা	–	গা	গা	–	গা	গা	–	–	রা	–	সা
পা	০	খি	গা	০	ন	গা	০	য়	সে	০	থা

রা	–	রা	রা	–	রা	রা	–	–	না	–	সা
ভে	০	দা	ভে	০	দ	না	০	ই	সে	০	থা

রা	–	রা	রা	–	রা	রা	–	রা	পা	–	পা
স	ন	জী	ব	০	নী	স্ব	প	ন	নি	০	য়ে

গা	–	রা	সা	–	–	–	–	–	–	–	–
স	ব	ঘু	মা	০	০	০	০	০	০	০	য়

এখানে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করতে হবে, সা রে গা মা পা ধা নি --- এই সাতটি স্বরই শুদ্ধ ব্যবহৃত হয়েছে আর শুধু মাত্র কড়ি মধ্যমটির দুই এক বার ব্যবহার হয়েছে পাশ্চাত্য সঙ্গীতটিতে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতটিতেও সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হয়েছে ও একবার দুইবার কড়ি মধ্যমের ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু আমার গানটির স্থায়ীতে সব শুদ্ধ স্বরের ব্যবহার হলেও কড়ি মধ্যমের কোনো ব্যবহার হয়নি অথচ তিনটি গান যদি পরপর গাওয়া যায় তবে বুঝতে পারা যাবে যে একই প্রভাব বা চলনেই তিনটি গান গাওয়া হচ্ছে একটু উনিশ আর বিশ।

এই ‘‘উনিশ আর বিশ’’ করাটাই হল আসল ব্যাপার এবং এর জন্য আগে কাউকে নকল করতে হবে। তার অনুভূতি ও চিন্তাধারার স াথে নিজেকে মেশাতে হবে, এবং তখনই দেখা যাবে যে ধীরে ধীরে নিজের ভেতর সেই উনিশ আর বিশ করার ক্ষমতা জন্ম নেবে। একব ার ভাবুনতো আজকের সুরকাররা স্বীকার করেননা যে তিনি কোথা থেকে সুরের সূত্রটা নিয়েছেন কিন্তু যদি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তা করতেন? তবে আজকের অনেক সুরকাররাই মুখ থুবড়ে পড়তেন।

আরও একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে এই প্রসঙ্গের ইতি টানব। মোজার্ট-এর একটি সুর থেকে সলিল চৌধুরী একটি হিন্দি গানের সুর করেন গানটি হল ‘‘দিল তড়প তড়প কে ক্যহে রাহা হ্যয় আ ভি জা’’ । গানটির স্থায়ীটি একেবারে হুবহু মোজার্ট-এর সুরের কপি। পরবর্তী কালে তিনি এই গানটিকে ধরে আর দু-তিনটি গানের রিফাইন টিউন করেন। গানগুলি হল (ক) মন ময়ূরী ছায়ালো কখন (খ) শোনো, কোনো একদিন আকাশ বাতাস, (গ) মনেরো নাম মধুমতী। সুরগুলির স্বরলিপি তৈরী করে যদি বিচার করা যায় তবেই বোঝা যাবে যে ঐ পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রভাবটা কোথায় লুকিয়ে আছে। কিন্তু এ কথা অবশ্যই বলতে হবে যে অন্য কোনো গানের প্রভাব নিয়ে যদি কোনো নতুন সুর তৈরী হয় তবে সুরকারের উচিত তা স্বীকার করা। না হলে নতুন প্রজন্ম পথ হারিয়ে ফেলবে আর সৃষ্টির মানও নেমে যাবে।

এই ব্যাপারটাও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখে আমাদের শেখা উচিত। (ত্রমশঃ)

‘‘সঙ্গীত সমাধান’’

প্রথম ভাগ ঃ দ্বিতীয় অংশ